গাছ কেটো না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পড়ার আগে ভাবো ঃ

গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু। গাছ না থাকলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাও যে সম্ভব নয়, তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। আমাদের শপথ করা উচিত আর কখনো গাছ কাটবো না ।

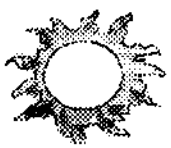

কাল যে ছিল গাছের সারি
আজ পড়েছে কাটা,
রাস্তা দিয়ে তাই ত ভারী
শক্ত হল হাঁটা ।
রোদ্দুরে গা যাচ্ছে পুড়ে
এখন রাস্তাঘাটে,
বাইরে গেলেই ভর দুপুরে
মাথার চাঁদি ফাটে ।
গাছগুলো সব দাম না-নিয়ে
ফুল দেয় আর ফল দেয় ।

আকাশ জুড়ে মেঘ জমিয়ে
বৃষ্টি নামায়, জল দেয় ।
ধস্‌তে দেয় না মৃত্তিকাকে
শেকড়গুলোকে কাটলে কি হয়,
তাও তো দেখছ তুমি,
গাঁ গঞ্জ আর জীবন্ত নয়,
শুকনো মরুভূমি ।
হারিয়ে গেছে মাথার উপর
গাছের সবুজ পাতা ।
জ্বলছে বাজার রাস্তা ও ঘর
এই নাকি কলকাতা !
তাই ত বলি, গাছ কেটোনা,
গাছকে রাখো ধরে,
তা নইলে ভাই লক্ষ্মীসোনা
বাঁচবে কেমন করে ?

জেনে রাখো ঃ

চাঁদি — ব্রহ্মতালু

মৃত্তিকা — মাটি

গঞ্জ — বাজার / বাণিজ্যের স্থান

কবি পরিচয় ঃ

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। একসময় ছোটোদের পাক্ষিক 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক ছিলেন । তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'উলঙ্গ রাজা', 'নীলনির্জন', 'কলকাতার যীশু' প্রভৃতি । ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'উলঙ্গ রাজা', কবিতাটির জন্য 'আকাদেমি পুরস্কার' পান । তাঁর সংকলিত 'কবিতা গুচ্ছ' থেকে আলোচ্য কবিতাটি নেওয়া হয়েছে ।

কাব্য পরিচয় ঃ

পথের দুপাশে সবুজ গাছের সারি । এই ছায়া ঘেরা পথে গ্রীষ্মের দুপুরে কবির আরামের পথ চলা। হঠাৎ গাছগুলি কেটে ফেলায় পথ চলার কষ্ট কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন । একটি গাছ ফুল দেয়, ফল দেয়, ছায়া দেয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামায় আবার শিকড় দিয়ে মাটিকে বেঁধে রাখে । বাতাসকে দূষণমুক্ত করে । গাছ না থাকলে সব মরুভূমি হয়ে যাবে, কেউই বেঁচে থাকবে না । তাই এই কবিতার মাধ্যমে কবি সবাইকে অনুরোধ করেছেন কেউ যেন গাছ না কাটে ।

পাঠবোধ

1. ঠিক উত্তর বেছে লেখো

"কাল যে ছিল..... সারি,	(নদীর / গাছের)
আজ পড়েছে..... ,	(ফুল / কাটা)
রাস্তা দিয়ে তাই ত ..... ,	(হাল্কা / ভারী)
..... হল হাঁটা ।"	(সরল / শক্ত)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

2. রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না কেন ?

3. ভর দুপুরে বাইরে গেলে মাথার চাঁদি ফাটে কেন ?

4. গাছ আমাদের কী দেয় ?

5. গাছ কাকে শক্ত করে বাঁধে ?

6. গাঁ গঞ্জ এখন কেন শুকনো মরুভূমির মতো লাগে ?

7. মাথার উপর থেকে কী হারিয়ে গেছে ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

8. রোদে গা পুড়ে যায় কেন ?

9. গাছ কীভাবে আমাদের জল দেয় ?

10. গাছগুলোকে কাটলে গ্রামের অবস্থা কেমন হয় ?

বিস্তারিত ভাবে উত্তর দাও ঃ

11. কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লেখো ।

12. কবিতাটি অনুসরণে গাছের উপকারিতা কী তা বুঝিয়ে লেখো ।

13. কবি গাছ কাটতে নিষেধ করেছেন কেন ?

14. দুটি করে প্রতিশব্দ লেখো ঃ

আকাশ ....

গাছ ....

জল ....

15. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো ঃ

শক্ত — কাল — জীবন্ত —

শুকনো — বাইরে —

16. পদ পরিবর্তন করো ঃ

জল — বাজার —

গাছ — গাঁ —

17. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

যদি পৃথিবীতে একটাও গাছ না থাকে বা গাছের সংখ্যা অতিমাত্রায় কমে যায় তাহলে কী হতে পারে ? পাঁচটি বাক্যে লেখো ।

করতে পারো ঃ

ছুটির দিনে তোমরা বন্ধুরা মিলে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে স্কুল বা পাড়ায় সুবিধা মতো যায়গায় গাছ লাগাও । সেগুলির যত্ন করা ও রক্ষা করার চেষ্টা করো ।